**হারুনূর রশীদ: ১২ই জুলাই ২০১৬::**

**তেরেসা মে, বৃটেনের এখন প্রধানমন্ত্রী। গার্ডিয়ানের বক্তব্য দিয়ে শুরু**

**করা যায় এভাবে-“তেরেসা মে: বুঝা মুস্কিল তবে আদর্শবাদী।”**

মানুষের জন্য ভবিষ্যতে বিশাল কোন স্বপ্ন তার নেই ঠিকই কিন্তু দেশের মহা সংকটে তার শান্ত স্থিতিশীল অবস্থান আর আদর্শ দায়ীত্ববোধ সম্ভবতঃ তাকে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে নিয়ে যাচ্ছে। এমন কথাই বলেছেন গার্ডিয়ানের কলাম লেখক গেবি হিন্সলিফ। তিনি লিখেছেন, একজন মহিলা যা’কে অবশেষে দেশ পরিচালনার দায়ীত্ব নিতে হবে, এমন সময়েও বিগত কয়েকদিন তাকে পাওয়া গেছে স্বাভাবিকতার উপরে শান্ত! “মূলতঃ তিনি সবসময়ই এধরনের আয়েশি এবং উতফুল্ল।” বলেছেন তারই ঘনিষ্ট মহলের একজন।

ডেভিড কেমেরণ যখন তার শেষ কেবিনেট সভা করছেন ঠিক তখনই বৃটেনের রাজনৈতিক মানচিত্রের অপর পৃষ্ঠায় তেরেসা মে প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রধান মন্ত্রীর দায়ীত্ব গ্রহনের জন্য। কেমেরুণ আগামী বুধবার মহামান্য রাণীর কাছে তার পদত্যাগ পত্র দাখিল করবেন।

দলের নেতৃত্ব নিয়ে তেরেসা মে কয়েক সপ্তাহব্যাপী এক প্রতিযোগীতার চিন্তা করছিলেন কিন্তু অনেকটা হঠাত করেই এন্ড্রি লিডসম নেতৃত্বের এই প্রতিযোগীতা থেকে গত সোমবার সরে দাড়ান।

বিগত ২০১০সাল থেকে তেরেসা মে স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়ীত্ব পালন করে আসছেন। তিনি গণভোটে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসার পক্ষে কাজ করেছেন তার সকল শক্তি নিয়ে।

তিনি বলেছেন দলের নেতৃত্বের দায়ীত্ব পেয়ে এবং এ পথ ধরে প্রধান মন্ত্রীত্বে নিজেকে নিয়োজিত করার সুযোগে তিনি নিজেকে সন্মানিতবোধ করছেন।